দৈনিক ইনকিলাব

422

তারিখ ... JUL 1 .. 1999 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

চতুর্থ বার্ষিকী বিশেষ সংখ্যা ১৯৯৯

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ কলা ভবন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন?

এরশাদ মজুমদার

সাদামাঠা কথা দিয়ে শুরু করলে বলতে হয় ১৯২১ সালের জুলাই মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়েছে। ৭৮ বছর আগের কথা। বেশীদিন আগের কথা নয়। তবুও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস লিখতে গিয়ে সবাই একই দৃষ্টিভংগির পরিচয় দেননি বা দিচ্ছেন না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস এক নয়। ১৭৬৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলার (বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা) দেওয়ানী লাভের পর শতশত মুসলমান কর্মচারীর চাকরি চলে যায় এবং অনেকেই প্রাণরক্ষার্থে পালিয়ে যায়। ফলে অফিস-আদালতে বহু পদ খালি হয়ে যায়। হিন্দু কর্মচারীদের চাকরি বহাল থাকে। খুব দ্রুত গতিতে ফার্সী শিখিয়ে হিন্দু কর্মচারী দ্বারা শূন্যস্থান পূরণের জন্য কোম্পানী বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করল। সাথে সাথে কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারীরাও ফার্সী শিখতে লাগল।

১৭৫৭ সালে পলাশীর চক্রান্তে নবাবের পতনের পর পুরো সুবাহ বাংলা দখলে আনতে কোম্পানীর প্রায় ৮ বছর সময় লেগেছিল। ১৮৫৭ সালে সারা ভারত কোম্পানীর দখলে আসে। এই ১শ' বছর কোম্পানীকে যুদ্ধ করতে হয়েছিল মুসলমান নবাব ও সেনাপতিদের সাথে। মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের পতনের পর ইংল্যান্ডের রাজশক্তি আনুষ্ঠানিকভাবে ভারত শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

১৯১১ সালে রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরের পূর্ব পর্যন্ত কলিকাতাই ছিল সারা ভারতের রাজধানী। উনিশ শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত ভারতের রাষ্ট্রভাষা বা সরকারী ভাষা ছিল ফার্সী। ১৭৬৫ সাল থেকে ১৮৬৫ সাল পর্যন্ত ইংরেজরা প্রচুর আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে, যেখানে ইংরেজী ও ফার্সী ভাষা শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ১৭৮১ সালে কলিকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হলেও মুসলমানরা তেমন ব্যাপকহারে এ সুযোগ গ্রহণ করেনি বা করতে পারেনি রাজনৈতিক কারণে।

কারো কারো মতে রাসূলুল্লাহের (সাঃ) সময়েই ইসলাম প্রচারের জন্য মুসলমানরা ভারতে আসতে শুরু করে। যারা এসেছেন তাদের বেশীরভাগই ছিলেন শিক্ষক, ধর্ম প্রচারক ও ব্যবসায়ী। ৭১১ সালে নৌ সেনাপতি মুহম্মদ বিন কাশিম আনুষ্ঠানিকভাবে সিন্ধু এলাকায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। এই শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য রাজ্যজয় বা সম্পদ আহরণ নয়। সত্য প্রচার ও শিক্ষা বিস্তারই ছিল এই শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য। মানবজাতির শ্রেষ্ঠতম সন্তান হজরত মোহাম্মদই (সাঃ) চালু করেছিলেন শিক্ষার বিনিময়ে বন্দীমুক্তি কর্মসূচী। শিক্ষার সাথে মুসলমানদের আত্মার সম্পর্ক। শিক্ষাই মানুষকে তার স্রষ্টার সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে সাহায্য করে। শিক্ষাই মানুষকে সৃষ্টি জগতকে জানার সুযোগ করে দেয়।

ইংরেজ দখলের পূর্বে বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে ম্যাক্স মুলার বলেন, সরকারী দলিল ও মিশনারীদের রিপোর্ট অনুযায়ী ৮০ হাজার গ্রামীণ পাঠশালা ছিল এবং প্রতি ৪ হাজার অধিবাসীর জন্য একটি প্রাইমারী স্কুল ছিল। আরো হাজার হাজার তথ্য ও উপাত্ত আছে যা এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়।

ইংরেজ দখলের পর হান্টার সাহেবের মতে শিক্ষিত, মার্জিত ও বিত্তশালী মুসলমানরা ভিস্তিওয়ালার জাতিতে পরিণত হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ইতিহাস লিখার জন্যই পেছনের কথাগুলো বললাম। ১৮৩৫ সালে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল, ১৮৪১ সালে ঢাকা কলেজ ও ১৮৭৪ সালে ঢাকা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু দারিদ্র্যের কারণে মুসলমানরা এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে তেমন সুযোগ গ্রহণ করতে পারেনি। ঢাকা ও কলিকাতা মাদ্রাসায় মুসলমান পরিবারের যারা লেখাপড়া করেছেন তারা বাংলার সাধারণ মুসলমানের অবস্থা দেখে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ভবিষ্যতের দিনগুলোর সাথে মুসলমানদের যোগসূত্র তৈরী করার জন্য নবাব সলিমুল্লাহ ১৯০৬ সালে ইস্টার্ন বেঙ্গল এন্ড আসাম প্রভিন্সিয়াল মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমিতিই প্রদেশের মুসলমানদের শিক্ষা ও চাকরির অধিকার নিয়ে আলোচনা শুরু করে। এই সমিতিই ঢাকা কলেজের মুসলমান ছাত্রদের জন্য একটি মোহামেডান হল স্থাপনের উদ্যোগ নেয়। এর জন্য নবাব সলিমুল্লাহ ১ লাখ ৪৬ হাজার ৯শ' টাকা ও নওয়াব আলী চৌধুরী ৩৫ হাজার ১শ' ৫০ টাকা দান করেন। এ সময়ে সরকারী চাকরিতে মুসলমানদের ২৭৪১টি পদ পাওয়ার কথা থাকলেও ৬৪৭টি পদে নিয়োজিত ছিল।

প্রদেশের লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার বামফিল্ড ফুলার সার্কুলার জারি করলেন সরকারী চাকরিতে মুসলমানদের পাওনা দুই-তৃতীয়াংশ চাকরির পদ মুসলমান ছাড়া অন্য কাউকে দেয়া হবে না। তৎকালীন পত্রিকা ঢাকা প্রকাশ (২৯ জুলাই, ১৯০৬) ফুলার সাহেবের কঠোর সমালোচনা করে। শেষ পর্যন্ত ফুলার সাহেব পদত্যাগ করেন এবং হেয়ার সাহেব তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

পরবর্তীতে ১৯০৬ সালের ২৭, ২৮ ও ২৯ ডিসেম্বর ঢাকায় নিখিল ভারত মুসলমান শিক্ষা সমিতির বিশতম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। মোট দু'হাজার অতিথি এই অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন। এর ব্যয় বহন করেন নবাব সলিমুল্লাহ। এই অধিবেশনে সারা ভারতের মুসলমানদের, বিশেষকরে বাংলার মুসলমানদের শিক্ষা ও আর্থিক অবস্থা নিয়ে বিশদ আলোচনা হয় এবং ৩১টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। তন্মধ্যে ১৩টি ছিল পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের মুসলমানদের শিক্ষা সংক্রান্ত।

পূর্ববঙ্গ ও আসাম নিয়ে পৃথক প্রদেশ গঠিত হওয়ার পর হিন্দু নেতারা এর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। সেই আন্দোলন শেষ পর্যন্ত সন্ত্রাসী আন্দোলনে পরিণত হয়। ফলে ১৯১২ সালেই নবগঠিত প্রদেশের বিলুপ্তি ঘটে এবং শিক্ষা ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে মুসলমানদের অগ্রগতির পথে বিরাট বাধা তৈরী হয়।

মুসলমানরা এবার ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবী তুলল। ১৯০৬ সালের মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্সে ব্যারিস্টার সাহেবজাদা আফতাব আহমদ খাঁ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ১৯১০ সালের প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক পবিষদেও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়।

১৯১১ সালের ২৮ অক্টোবর প্রদেশের লেফটেন্যান্ট গভর্নর বেইলী সাহেব ভারতের ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জের কাছে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করেন। কিন্তু লর্ড হার্ডিঞ্জ তখন এ প্রস্তাব সমর্থন করেননি। পূর্ববঙ্গ প্রদেশ বাতিল হওয়ার পর লর্ড হার্ডিঞ্জ ঢাকায় আসেন। ১৯১২ সালের ৩১ জানুয়ারী মুসলিম প্রতিনিধি দল তাঁর সাথে দেখা করতে গেলে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ঘোষণা দেন। এই ঘোষণাকে মুসলমানরা স্বাগত জানায়।

ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিপত্য ও গুরুত্ব কমে যাবে মনে করে কলিকাতার বুদ্ধিজীবীরা এর বিরোধিতা করতে শুরু করেন। (বাংলাদেশের ইতিহাস, রমেশচন্দ্র মজুমদার) পূর্ববাংলা প্রদেশ বিলুপ্ত হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনকে হিন্দু নেতারা 'অভ্যন্তরীণ বিভাগ' বলে প্রচার করতে লাগলেন।

সারা প্রদেশে হিন্দু নেতারা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিরুদ্ধে জনসভা করতে লাগলেন। ঢাকায় (৫, ১০ ফেব্রুয়ারী), কলিকাতা (১১ ফেব্রুয়ারী), ফরিদপুর (১১ ফেব্রুয়ারী), নারায়ণগঞ্জ (১০ ফেব্রুয়ারী), ময়মনসিংহ (১১ ফেব্রুয়ারী) সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকা বার লাইব্রেরীতে বাবু ত্রৈলোক্য নাথ বসুর সভাপতিতে দু'টি সভা হয়। সভার প্রস্তাব ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে শিক্ষার অবনতি ঘটবে। কলিকাতার বিডন স্কোয়ারে সুবেন্দ্র নাথ সমাজপতির সভাপতিত্বে যে সভা অনুষ্ঠিত হয় তাতে প্রস্তাব করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে বাংলা সাহিত্য বিভক্ত হয়ে যাবে এবং বাঙ্গালী জাতির অবস্থা বঙ্গবিভাগ অপেক্ষা শোচনীয় হবে।

১৯১২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারী স্যার রাসবিহারী ঘোষের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জের সাথে দেখা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিরোধিতা করেন।

১৯১২ সালের ২৬ মার্চ কলিকাতা টাউন হলে ব্যারিস্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রস্তাব করা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শুধু ঢাকা মিউনিসিপ্যাল এলাকার কলেজগুলো নিয়ন্ত্রণ করবে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিবোধিতা করে বাণী প্রদান করেন। ১৯১২ সালের ৪ এপ্রিল ভারত সরকার প্রাদেশিক সরকারকে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসহ স্কীম প্রেরণের অনুরোধ জানায়। ১৯১২ সালের ২৭ মে বিশ্ববিদ্যালয় স্কীম রচনার জন্য রবার্ট নাথানের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে।

১৯১৭ সালের ৭ মার্চ নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী ইম্পিরিয়াল লেজিলেটিভ কাউন্সিলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিল উত্থাপন করেন।

১৯২০ সালের ২৩ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট পাস হয়। ভাইসরয় কাউন্সিলের হিন্দু সদস্যগণ বিলের বিরোধিতা করেন। ১৯২১ সালের জুলাই মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস শুরু হলেও মুসলমান ছাত্র ও শিক্ষকের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা ছিল এক-তৃতীয়াংশ ও শিক্ষকের সংখ্যা ছিল এক-ষষ্ঠাংশ। প্রকৃতপক্ষে পূর্ববাংলা সাধারণ মুসলমানদের ভেতর উচ্চশিক্ষার প্রসার ঘটে ১৯৪৭ সালের পর।

শুরুতেই পেছনের কিছু কথা বলেছি বাংলার মুসলমান সমাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে বোঝাবার জন্য। মুসলমানরা শিক্ষায় কখনও পিছিয়ে ছিল না। কারণ শিক্ষা মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাসের অঙ্গ এবং অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। মুসলমানরাই ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষার আলো নিয়ে গেছে।

১ হাজার বছর পূর্বেও আজকের বাংলাদেশে শিক্ষা সার্বজনীন ছিল না। কারণ ধর্মীয়ভাবেই এখানকার ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতরা শিক্ষালাভের অধিকার পেত। সাধারণ বা ইতরজনের জন্য শিক্ষালাভ করা ছিল নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য। মুসলমানরা এসেই শিক্ষার দুয়ার সবার জন্য খুলে দিল। বাংলার মুসলমানরা শিক্ষা থেকে দূরে সরে ইংরেজের আমলে রাজনৈতিক কারণে—একথাটা সব সময় মনে রাখতে হবে।

লেখক ঃ সাংবাদিক ও গবেষক